ডাল ছাঁটাইকরণ

কলমের সংযোগ স্থানের নীচ থেকে গজানো শাখা-প্রশাখা ডালপালা গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে। গাছকে একটি সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য রোপণের দুই থেকে তিন বছর পর গোড়ার দিকে তিন থেকে চার ফুট কান্ড রেখে সমস্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে। এর উপরে চতুর্দিকে ছড়ানো চার পাঁচটি সুস্থ সবল ডাল রেখে অন্যগুলো কেটে দিতে হবে। প্রতি বছর শীতের শেষে মরা, রোগাক্রান্ত, দুর্বল এবং অতিরিক্ত ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। ফলশ্রুতিতে সুষ্ঠুভাবে আলো-বাতাস পাওয়ায় ফলন ও ফলের গুণগতমান উভয়ই ভালো হবে।

রোগ ও প্রতিকার

সফেদায় রোগবালাই তেমন একটা দেখা যায় না। তবে কখনো কখনো পাতায় দাগ পড়া ও শুটিমোল্ড রোগ হতে পারে।

পাতায় দাগ পড়া রোগ

সফেদা পাতায় অসংখ্য ছোট হালকা গোলাপী বা লালচে-বাদামী রং এর দাগ পড়ে। দাগগুলোর কেন্দ্রস্থল সাদাটে হয়ে থাকে।

চিত্র ৬: পাতায় দাগ পড়া রোগের লক্ষণ

প্রতিকার

ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব গ্রুপের অন্য যেকোন ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর দুই বার সমস্ত গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শুটিমোল্ড

সফেদা গাছের পাতা ও ফল থেকে মিলিবাগ নামক এক ধরনের সাদা পোকা রস চুষে খায় এবং মধুর মত আঠালো রস নিঃসরণ করে। পরবর্তীতে এতে ছত্রাক জন্মায় এবং শুটিমোল্ড নামক রোগের সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে সফেদা গাছের পাতায় ছাই এর মত পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হলে গাছের পাতা ও ফল কালো হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং পাতা ও ফল ঝরে পড়ে।

চিত্র ৭: শুটিমোল্ড রোগের লক্ষণ

প্রতিকার

মিলিবাগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: কনফিডর ৭০ ডব্লিউজি ০.২০ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

শক্ত কীড়া গাছের বাকল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং বাকলের নীচের নরম অংশ খেয়ে গাছের সতেজতা নষ্ট করে। আক্রান্ত গাছের কান্ডে গর্ত থাকে এবং গর্তের মুখে কীড়ায় নষ্ট করা বাকলের গুঁড়া বা বিষ্ঠা ঝুলে থাকতে দেখা যায়।

চিত্র ৮: কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ

দমন ব্যবস্থাপনা

- গর্তের ভিতর থেকে লোহার শিক দিয়ে কীড়া বের করে মেরে ফেলতে হবে। গর্ত যদি গভীর হয় তবে সিরিঞ্জ দিয়ে গর্তের ভেতর কেরোসিন বা কীটনাশক ঢুকিয়ে গর্তের মুখ তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিলে পোকা মরে যাবে।
- আক্রান্ত জায়গাটি ভালোভাবে পরিস্কার করে বোর্দোপেষ্ট (১০০ গ্রাম তুঁতে, ১০০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানি) লাগাতে হবে।

লীফ মাইনার

পোকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীড়া কচি পাতা চেঁছে খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতায় এলোমেলো ও সর্পিল দাগ দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায় ও ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করা।
- প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা।
- কচি পাতা বের হওয়ার পর ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (এডমায়ার ২০০ এস এল/ইমিটাফ ২০ এস এল) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর দু'বার গাছের পাতা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

সফেদা একটি ক্লাইমেকটেরিক (গাছ থেকে পাড়ার পরও ফল পাকে) ফল এবং এটি পুরোপুরি পরিপুষ্ট হলে গাছ থেকে বোঁটাসহ সংগ্রহ করে রেখে দিতে হয়। পরিণত ফল সংগ্রহ করে খড় বা চটের বস্তা দ্বারা ঢেকে রাখলে ৬-১০ দিনের মধ্যে ফল পেকে যায়। সফেদা ফল গাছে থাকা অবস্থায় সঠিক পরিপক্কতা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। ফলের বাহ্যিক রঙের তেমন কোন বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না, যা দ্বারা পাকা ফল সহজে সনাক্ত করা যায়। অপরিণত ফল ভালোভাবে পাকে না, মিষ্টি লাগে না এবং খেতেও সুস্বাদু হয় না। সফেদা সঠিকভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা তা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়।

- পরিপুষ্ট ফলের ত্বকের রং ফ্যাকাশে-বাদামী বা আলুর মত হয়।
- ফলের গায়ের বাদামী রংয়ের পাউডারী (scaly) পদার্থ কমে যায় বা থাকে না বললেই চলে।
- পরিপুষ্ট ফলে আঁচড় দিলে ত্বকে হালকা হলুদ রং দেখা যাবে, ফল পরিণত না হলে উক্ত রং সবুজ থাকবে।
- পরিপুষ্ট ফলের কষ কমে যায় এবং তা দুধের মত সাদা না হয়ে হালকা বর্ণের হয়।
- ফলের মাথায় অবস্থিত কাঁটা সদৃশ গর্ভমুন্ড পড়ে যায় বা হাত দ্বারা স্পর্শ করলে সহজেই ঝরে পড়ে।

সফেদা ফল সামান্য আঘাতেই ফেঁটে যায়। পাকার পূর্বেই ফাঁটা ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য সফেদা সংগ্রহ করার সময় ফল যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য হাত দিয়ে বা থলেযুক্ত কোটার সাহায্যে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল পরিবহনের সময় যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সফেদার ফলন গাছের বয়স, জাত, আবহাওয়াগত অবস্থা, পুষ্টি এবং রোগবালাই ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছের ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

রচনায়

- **মোঃ আনারুল ইসলাম,** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- **ড. মোঃ জিল্লুর রহমান,** ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- **ড. মোঃ শরফ উদ্দিন,** ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- **মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান,** ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
- **আসমা আনোয়ারী,** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনায়

- **ড. বাবুল চন্দ্র সরকার,** মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
  ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর
- **ড. আবেদা খাতুন,** পরিচালক
  উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর

অর্থায়নে জিওবি এবং ইফাদ

প্রকাশ কাল জুন ২০২০ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০ কপি

প্রকাশনা সংখ্যা ০৯ (নয়)

অধিক তথ্যের জন্য

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১৩২, ০২ ৪৯২৭০১৮৮
ই-মেইল: cso.pom.hrc.bari@gmail.com
ও
ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী
কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট ও
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১২১, ই-মেইল: apurba.chowdhury@gmail.com

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।
Cell: 01716-855998, E-mail: printvalley@gmail.com

সফেদা উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি

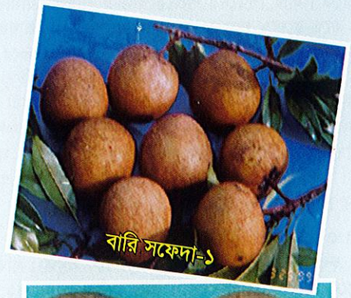

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

সফেদা উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি

ভূমিকা

সফেদা বহুবর্ষজীবী ও চিরসবুজ বৃক্ষ। এটি উষ্ণমন্ডলীয় আমেরিকা থেকে প্রবর্তিত একটি মিষ্টি গন্ধযুক্ত ফল এবং এ দেশে অমৌসুমী ফল হিসেবে পরিচিত। শীতকালে যখন অন্যান্য দেশী ফলের প্রাপ্যতা কম থাকে, তখন সফেদা বাজারে পাওয়া যায়। এটি চিনি সমৃদ্ধ একটি ফল। ছোট-বড় সকলেই এ ফলটি পছন্দ করে থাকে। এটি শিশুদের শরীরে বাড়তি শক্তির যোগান দিতে পারে। এতে রয়েছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি'। বর্তমানে সফেদা প্রক্রিয়াজাত করে মিশ্রিত জ্যাম তৈরী করা হচ্ছে। সফেদা গাছ কষ্টসহিষ্ণু এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে দেশের সর্বত্রই এর চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রধানতঃ খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ী জেলাগুলোতে সফেদার চাষাবাদ হয়ে থাকে। লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও সফেদার চাষ করা সম্ভব।

পুষ্টিমান ও ঔষধিগুণ

সফেদা ফলটি আকারে ছোট হলেও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ৭৩.৭ ভাগ জলীয় অংশ, ২১.৪ গ্রাম শ্বেতসার, ০.৭ গ্রাম আমিষ, ১.১ গ্রাম স্নেহ, ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৭ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২ মিলিগ্রাম লৌহ, ৬.০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ০.০২ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.০৩ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লোবিন, ০.২ মিলিগ্রাম নিয়াসিন এবং ৯৭.০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বিদ্যমান। ফলের শীতল পানীয় বা শরবত জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে থাকে। সফেদার খোসা শরীরের ত্বক ও রক্তনালী দৃঢ় করে রক্তক্ষরণ বন্ধে ভূমিকা রাখে।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত তিনটি উচ্চফলনশীল সফেদার জাত; বারি সফেদা-১, বারি সফেদা-২ এবং বারি সফেদা-৩ মুক্তায়ন করেছে। জাত তিনটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

বারি সফেদা-১

উচ্চফলনশীল, নিয়মিতভাবে বছরে দু'বার ফলদানকারী জাত। এ জাতটির ফল সংগ্রহের সময় নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি মাস। গাছ মাঝারী এবং মধ্যম ছড়ানো। ফল মাঝারী, গোলাকার, গড় ওজন ৮৫ গ্রাম, মিষ্টি (টিএসএস ১৫%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৫%। চট্টগ্রাম এলাকায় ভাল হয়, তবে দেশের সর্বত্র চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

চিত্র ১: বারি সফেদা-১

বারি সফেদা- ২

উচ্চফলনশীল, নিয়মিতভাবে বছরে দু'বার ফল ধারণকারী জাত। এ জাতটির ফল ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল-জুন সময়ে সংগ্রহ করা হয়। গাছ মাঝারী এবং মধ্যম ছড়ানো। ফল গোলাকার, ওজন ৭৫ গ্রাম এবং খেতে খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%। এ জাতটি দেশের মধ্যাঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে দেশের সর্বত্র চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন।

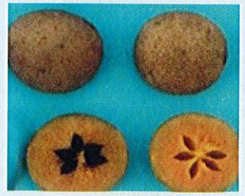

চিত্র ২: বারি সফেদা-২

বারি সফেদা-৩

বছরে দু'বার নিয়মিতভাবে ফলধারণকারী (অক্টোবর-নভেম্বর এবং জানুয়ারি-এপ্রিল) উচ্চফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী ও মধ্যম ছড়ানো। ফল অপেক্ষাকৃত বড় (১১৭ গ্রাম), গোলাকার এবং খেতে খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৩%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১%। সারাদেশে চাষ করা সম্ভব তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল বেশী উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন।

চিত্র ৩: বারি সফেদা-৩

বংশবিস্তার

সফেদার বংশবিস্তার যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না এবং গাছের বৃদ্ধিও খুব ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জন্য কলমের মাধ্যমেই এর বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে। সফেদা চারার বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় এর কলম করার জন্য আদিজোড় হিসেবে খিরনীর চারা ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কলমের বৃদ্ধিও ভাল হয় এবং ফলনও বেশি হয়। ফাটল কলম (cleft grafting) পদ্ধতিতে খিরনী চারার সাথে সফেদা ডালের জোড়া লাগানো হয়।

ফাটল কলম

ফাটল কলম করার জন্য প্রথমে খিরনীর চারা তৈরী করে নিতে হবে। খিরনীর বীজ পানি দ্বারা ধুয়ে ভালোভাবে পরিস্কার করার পর ছায়ায় শুকাতে হবে। অতঃপর সারারাত বীজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বপন করতে হবে। চারার উচ্চতা ১২ সে. মি. হতে ১৫ সে. মি. হলে সেগুলোকে ১০ সে. মি. x ১৫ সে. মি. আকারের পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পলিব্যাগের মাটি অবশ্যই জৈবসার সমৃদ্ধ হতে হবে (৫০% পলি মাটি ও ৫০% গোবর সার)। ৩০ সে. মি. উচ্চতা পর্যন্ত খিরনীর চারায় কোন পার্শ্বীয় শাখা রাখা যাবে না। খিরনী চারার কান্ডের ব্যাস/পুরুত্ব যখন ১ সে. মি. হবে তখন এর সাথে এক থেকে দেড় মাস বয়স্ক সফেদার ডাল (উপজোড়) ফাটল কলম পদ্ধতিতে জোড়া লাগাতে হবে। কলম করার পর উপজোড়ের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য পলিথিনের ক্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কলম সফল হলে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। নার্সারীতে কলমটি স্থাপনের পর পানি সেচ, আগাছা দমন, সার প্রয়োগ এবং জোড়াস্থানের নীচে থেকে গজানো কুশি ভাঙ্গাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাযথভাবে করতে হবে। রোগমুক্ত ১-১.৫ বছর বয়সী কলমের চারা রোপণের জন্য উত্তম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সুনিষ্কাশিত, গভীর, দোঁ-আশ ও পলি দোঁ-আশ মাটি অধিক উপযোগী। তবে অন্যান্য মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি নির্বাচন ও তৈরী

উঁচু থেকে মধ্যম উঁচু জমি সফেদা চাষের জন্য উত্তম। জমি ভালোভাবে ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা অপসারণ করে প্রস্তুত করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি উত্তম। তবে পাহাড়ী এলাকার জন্য কন্টুর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

রোপণ সময়

জুন থেকে আগস্ট মাস সফেদার কলমের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচের সুবিধা থাকলে সারা বছর রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণ দূরত্ব

সফেদা কলম ৬ মি. x ৬ মি. অথবা ৭ মি. x ৭ মি. (জাত ও মাটিভেদে রোপণ দূরত্ব ভিন্ন হতে পারে) দূরত্বে রোপণ করতে হবে।

গর্ত তৈরী ও সার প্রয়োগ

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি. x ১ মি. x ১ মি. আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে পচা গোবর ২০ কেজি, টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম এবং জিপসাম ১০০ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে পানি প্রয়োগ করতে হবে।

কলমের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

কলমের চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করতে হবে। এরপর গর্তের মাঝখানে সোজা করে কলম লাগাতে হবে। এরপর নিয়মিতভাবে পানি দিতে হবে। রোপণকৃত চারা গাছটি যাতে খাড়া থাকে এবং বাতাসে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য খুঁটির সাথে চারাটিকে বেঁধে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও গুণগতমানসম্পন্ন ফল উৎপাদনের জন্য সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ অপরিহার্য।

গাছের বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)				
	১-৩	৪-৭	৮-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্ধ্বে
জৈব সার (কেজি)	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০	৪০০	৬৫০	৮৫০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৫০০	৭০০	৮০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০	৪০০	৬৫০	৮৫০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	১০০	২০০	৩০০	৪০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৪০	৫০
বোরিক এসিড (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৪০	৫০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গাছের গোড়া ভালোভাবে পরিস্কার করে উপরোল্লিখিত পরিমাণ সার সমান তিন কিস্তিতে ভাগ করে যথাক্রমে মার্চ, জুন এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি হলে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

চিত্র ৪: গাছে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

আগাছা দমন

সফেদার বাগান সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের নীচে বা চারিদিকে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে, সেজন্য বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে দিতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ

সফেদা গাছ খরা সহনশীল। তবে অতিরিক্ত খরার সময় ৬-১২ দিন পর পর সেচ দেয়া ভালো। বিশেষতঃ নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে সেজন্য নিকাশ নালা তৈরী করতে হবে।

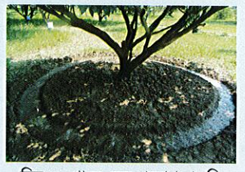

চিত্র ৫: গাছে সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি